OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 535 - 545*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন : কবির প্রচ্ছদ

সম্বিত বসু
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID: sambitmore@gmail.com

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*Cover Artists, Poet, Bengali poetry, Bengali Little magazine, calligraphy, Tarapada Roy, Purnendu pattrea, Shakti Chattapadhyay.*

***Abstract***

*The relationship between poetry and images is timeless. But isn't the connection between poets and images also long-standing? Poets have often created self-portraits, designed book covers, or illustrated little magazines. My essay focuses specifically on the covers designed by poets for Bengali little magazines. I've attempted to understand the style of these covers, the poets' calligraphy, artistic vision, and more. The essay explores what makes these covers unique and the originality behind them. Sometimes, it also touches on the stories behind the creation of these covers. Even in recent times, poet-designed covers for Bengali little magazines continue to thrive, making this aspect a lasting legacy in the world of Bengali little magazines.*

*The essay showcases the cover designs of poets like Shakti Chattopadhyay, Sunil Gangopadhyay, Tarapada Roy, Binoy Majumdar, Manindra Gupta, and Purnendu Pattrea, among others. It discusses not only the colour and layout of the covers but also the typography and calligraphy. The essay asks: How different are the covers designed by poets, who may not have formal training in art, from those designed by professional artists? Did the poet-designed covers change the face of Bengali little magazines? These questions are explored in the essay.*

## Discussion

বাংলা ভাষার শুধু নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের নানা ভাষার কবি-প্রাবন্ধিক-গল্পকার-ঔপন্যাসিকেরা বারবারই তাঁদের লেখার পরিসর ছেড়ে বেরিয়েছেন। এ-ও লেখার মতোই, আরেকরকমের আত্মনিরীক্ষা। তাঁরা সিনেমা তৈরি করেছেন, নাটক করেছেন, চিত্রকলা রপ্ত করেছেন, গান করেছেন– শিল্পের অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্র ছুঁয়ে,পরখ করে, নিজেদের মধ্যেকার আর বাকি শিল্পসম্ভাবনা তাঁরা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এতে তাঁদের শিল্পচর্চার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে বইকি। মননের, দর্শনের নতুন বোধিবৃক্ষে জল-সার পড়েছে। মুখ্যত তিনি যে-ব্যাপারেই খ্যাত হন না কেন, তাঁর এই নব্য অভিজ্ঞতা এতকালের সেই খ্যাতির বলয়কে নতুন করে চেনায়। নিজেকে ভেঙেচুরে এই নতুন করে, নতুন সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়াও, এই নতুন শিল্প আঙ্গিকের প্রতি এক লেখকের যাত্রা, তাঁর পাঠকদের উৎসাহী, প্রশ্নকামী করে তোলে।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জীবনের শেষ কিছু বছরে যে ঝুঁকে পড়েছিলেন ছবি আঁকার দিকে, সে তো আমরা প্রত্যেকেই জানি। তাঁর ছবি নিয়ে চর্চার পরিসরও ক্রমে বাড়ছে। আমাদের আবশ্যিক জিজ্ঞাসা: কবিতার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যখন ছবি বানান, তা কতদূর কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সঙ্গে ওতপ্রোত? কিংবা কমলকুমার মজুমদার যখন ছবি আঁকছেন তখন তাঁর ভাষার বুদ্ধিদীপ্ত ওজন কি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও চারিয়ে যাচ্ছে? কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছবি কি তাঁর সাহিত্যের খসড়া হয়ে উঠেছে? বুদ্ধদেব গুহ যখন ছবি আঁকছেন, টপ্পা গাইছেন, তা কি তাঁর বা তাঁর পড়া অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে একেবারে বনিবনাহীন? পূর্ণেন্দু পত্রী যখন কবিতা লিখছেন, মলাট আঁকছেন কিংবা সিনেমা বানাচ্ছেন, সেক্ষেত্রেও এ প্রশ্ন করা চলে। কবিতার প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী কি একজন কবির ভূমিকা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আবর্ত' কাব্যগ্রন্থের খসড়া এঁকেছিলেন, কেমন হতে পারে প্রচ্ছদ ভেবেছিলেন, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

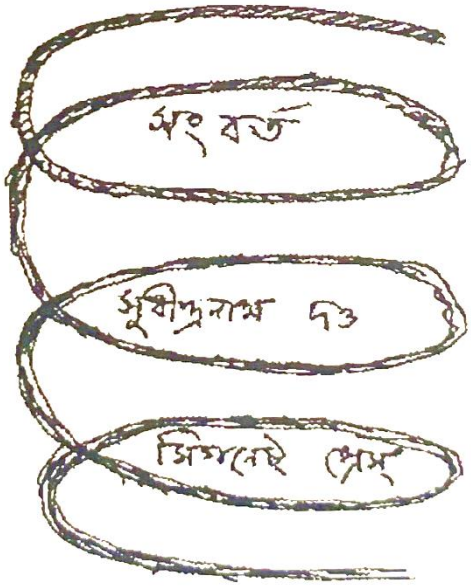


**চিত্র - ১**

মার্কিন কবি শেল সিলভারস্টোনের কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে, যিনি নিজের কবিতার সঙ্গেই এঁকে রাখতেন ছবি। কবিতার অলংকরণ করতেন। যদিও তা খানিক মজার ছবি ও ছড়া। আরেক মার্কিন কবি, মাইকেল বুর্কাড-এর কথা বলা চলে এ-প্রসঙ্গে। ঘটনাটি আটের দশকের। বুকার্ড কবি, তবে ছবি আঁকতেন না মোটেই, ওঁর বন্ধু মেরি হ্যাকেট, যিনি পেশায় ছিলেন চিত্রকর, তাঁর ছবির প্রশংসা করতেন বুকার্ড। শুধু প্রংশসা নয়, ছবি সম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর। একদিন মেরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন ছবি আঁকেন না তিনি? বুকার্ড জবাব দেন, 'পারি না, তাই।' কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না ব্যাপারটা। বুকার্ড পরের দিনই রং-তুলি কিনে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন, এবং আবিষ্কার করেন রং ও রেখা তাঁর কাছে নতুনভাবে আসছে, এতদিন যে-গৎ মেনে আসত, সেভাবে নয়। তখন থেকেই ছবি আঁকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

সূক্ষ্মনামে 'ডি. কে', প্রবাদপ্রতিম প্রকাশক, 'সিগনেট প্রেস'-এর কর্ণধার– দিলীপকুমার গুপ্ত নিজে যে 'হরবোলা' নামে এক নাটকের দল গড়েছিলেন, তার স্মৃতিচারণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় করেছিলেন 'ডি.কে এবং তরুণ কবিরা' নামের গদ্যে।[১] এই নাট্যদলের সূত্রেই ডিকের বাড়িতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টানা ৪-৫ বছরের যাতায়াত ছিল। আসতেন কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়রাও। এই যে অন্য একটা সত্তা আবিষ্কার, এবং বিজ্ঞানের যুক্তিতে বাঁধা এই পৃথিবীর কিলোমিটারের হিসেবকে ছাড়িয়ে আরও বড় করে তোলা, তা তো এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পের যাতায়াতেই।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

কিন্তু এই প্রবন্ধে আমি থিতু হব কবিদের শিল্পকৃতিতে। সেই শিল্প, প্রচ্ছদের। সেইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়েই কথা বলব, যাদের প্রচ্ছদ করেছিলেন শুধুমাত্র কবিরাই। নাটক, নৃত্য, গান, সিনেমা এসবের দিকে হাত বাড়াব না। অনেকেই রয়েছেন, সারাজীবনে হয়তো তাঁর প্রচ্ছদের সংখ্যা মাত্র একটিই। আবার কেউ কেউ বহু। কেউ আবার প্রচ্ছদ করেছেন, কিন্তু সাক্ষ্য রাখেননি পত্রিকায়। যে-কারণে মৌখিক স্মৃতি বা সাক্ষাৎকার আশ্রয় হয়ে উঠেছে অনেকসময়। এই প্রচ্ছদের ধরন দিয়ে আমরা আঁচ করার একরকম চেষ্টা করতে পারি, তাঁদের ছবির জগৎটা কীরকম হতে পারত। বা সেই প্রচ্ছদের নেপথ্যে কোনও কবিতার পোড়া শলাকা-টুকরো রয়ে গিয়েছে কি না। কবির নিজস্ব আঙ্গিক, স্বর– প্রচ্ছদশিল্পীর ভূমিকায় ফুটে উঠছে কি না? তাঁদের জীবনের টুকরো বিস্ফার কি কোনও ভাবে এসে পড়ছে না তাঁদের করা প্রচ্ছদগুলিতে? কবিকে আরেকরকমভাবে চেনার, কবিতাসূত্রে টান মারার এ-ও এক নেপথ্যকৌশল হতে পারে। খুলে যেতে পারে বহুকালের অমীমাংসীত কোনও ঐতিহাসিক কাব্যগিঁট।

নাকি বজায় রাখছেন নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গিমা? কবির কোনও ছাপই পড়ছে না সেই প্রচ্ছদে। আড়ালে রাখছেন, ছদ্মবেশে থাকছেন। অনেকটা অভিনয় শিল্পীর মতো। চরিত্র থেকে চরিত্রে ঝাঁপ মেরে চলে গিয়েছেন। তবে, এই একটিমাত্র প্রবন্ধের চেষ্টায় যে সমস্ত উত্তরই দিতে পারছি, পারব– তা নয়।

এছাড়াও, এ নিয়ে কথা বলা যেতে পারে বাংলা কবিতার স্বার্থেই। কারণ কবিতা তো সামান্যের সাধনা। প্রচ্ছদও তাই। স্থানাভাবের মধ্যেই তার যত মতি ও কেরামতি। একজন কবি কীভাবে প্রচ্ছদ ভাবছেন, কীভাবে বাকি প্রচ্ছদশিল্পীদের থেকে সরে এসে তাঁর অচর্চিত (?) কিন্তু নব নিরীক্ষায় মেতে উঠে ভেঙে দিচ্ছেন পুরনো শিল্পের প্রাচীর, তাও দেখার এবং দেখার, কবিদের প্রচ্ছদ করার একটা উত্তরাধিকার রয়েছে। যার শুরু অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে। শুধু কবিদের করা প্রচ্ছদ নিয়েই গড়ে উঠতে পারে এক ক্রমজায়মান সংগ্রহশালা।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করেছেন, এমন কবি বাংলাভাষায় কম কিছু নেই। কলকাতা, কাঁচাপাকা মফস্‌সল, গ্রাম মিলিয়ে ছোটপত্রিকার সংখ্যা এবং কবির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কবিরাই তো বহু সময় স্ব-উদ্যোগে ছোটকাগজ প্রকাশ করছেন। সেক্ষেত্রে এ-কাজ যে খুব ব্যতিক্রমী চিন্তার মাইলফলক, বলা চলে না। কিন্তু অনেক সময়ই যে-কবি প্রকাশক, প্রচ্ছদশিল্পী– তিনি প্রকাশক সত্তার বিনয়ে নিজের নাম প্রচ্ছদশিল্পী রূপে উল্লেখ করেন না। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বা বইয়ে, দু'-চারটি প্রকাশনা সংস্থা বাদ দিলে অবশ্য দীর্ঘকাল প্রচ্ছদশিল্পীর নামোল্লেখ বহুলাংশে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ইদানীংকালে প্রচ্ছদকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখার পরিসর বেড়েছে কি না, বলতে পারি না, তবে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম লিট্‌ল ম্যাগাজিন বা বইয়ের ক্ষেত্রে কালি খরচ করে বসছে, একথা হাতেনাতে প্রমাণিত। তা অবশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছিছিক্কারের ভয়ে, না প্রকাশনা সংক্রান্ত সহবত শিক্ষার কারণে– জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিশ্চিন্তমনে দেখা যাবে, এমন সুযোগ মোটেই সুলভ নয়। এই প্রবন্ধের জন্য জরুরি প্রায় প্রতিটি ছোটকাগজের প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদশিল্পীর নাম দেখা। কিন্তু অতীত সময়ে যা-যা কাজ হয়েছে, তা শান্ত হয়ে দেখার কোনও সুযোগ রয়েছে কি? সদ্যপ্রয়াত সন্দীপ দত্তর একক যত্নে গড়ে ওঠা লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও? সংরক্ষণে বাঙালির যে অবহেলা-প্রতিভা, তার বাহুল্য এসে ঠেকেছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনেও। ফলে অবিকৃত অবস্থায়, তা পাওয়াও অনেক সময়ই কপালজোরে। যেহেতু নরম মলাট, ফলে প্রচ্ছদটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাও হরদম ঘটে থাকে। ফলে, ব্যক্তিগত ভাবে যে যে ছোটপত্রিকার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ মিলেছে, সময়ের কালগণ্ডি পেরিয়েও, তাদের কয়েকটি আমি বেছে নিয়েছি। এই বাছাই, বুঝতেই পারছেন, নেহাতই খণ্ডাংশ। তা পরিসরের কারণে, এবং দুষ্প্রাপ্যতার কারণেও। তবে ধীরে ধীরে এই খণ্ডিত বোঝাপড়াকে, পরে যৌথ প্রয়াসে হয়তো বা সমগ্রতার মেধায় এনে ফেলা যাবে। বা, দুরাশা করে বলি, যাবে না।

কবির প্রচ্ছদে লিট্‌ল ম্যাগাজিন বিষয়টাকে আমি দু'-তিনটে পর্যায়ে দেখতে পারি। প্রথমত, সেই সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন, যার প্রচ্ছদ করেছেন কবিরা। এক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো তুমুল কাব্যপ্রতিভা-সহ প্রচ্ছদশিল্পীকে নিয়েই একটি পুরোদস্তুর প্রবন্ধ জরুরি হয়ে পড়ে। আমি চেনা পূ.প-এর প্রচ্ছদগুলির বাইরে বরং কিছু অল্প-দেখা পূর্ণেন্দু পত্রীর লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ নিয়ে কথা বলব। আবার এমনও হয়েছে, যাঁদের খ্যাতি মূলত চিত্রশিল্পেই, তাঁরাও কাব্যচর্চা করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই তালিকায় পড়েন যোগেন চৌধুরী, হিরণ মিত্র, শ্যামলবরণ সাহার মতো শিল্পী। এঁদের মধ্যে হিরণ মিত্রও দীর্ঘদিন ও অগণন প্রচ্ছদ করছেন ছোটকাগজের। এঁদের কথা এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত করলাম না। এবং, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– যাঁর হাতে আঁকা ছবি, কবিতার পাণ্ডুলিপির নকশা প্রায়শই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে এসে বসেছে ও এখনও বসছে। এই প্রচ্ছদগুলিও নিশ্চিতভাবেই পাঠকদের বহু দেখা। তৃতীয়ত, রবিঠাকুর বাদ দিয়েও কবিদের পাণ্ডুলিপি সরাসরি ছেপে দেওয়ার একটা রেওয়াজ এখনও রয়েছে বাংলা ছোটকাগজের ইতিহাসে।

শুরুতেই স্বীকার করে নিই, এই প্রবন্ধে সময়ের ক্রমাঙ্ক বজায় রাখা হল না। বরং, যা মনে হয়েছে বেশি গুরুত্ববহ, তাকেই এই বাছাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ‘পরমা’ পত্রিকার ৬নং সংকলনের কাছে আসি। ছিমছাম, বাহুল্যহীন, যথেষ্ট মুক্ত পরিসর দেওয়া। কবিদের নামও ছাপা রয়েছে প্রচ্ছদে, এমনকী, কবিতার নামও। তা সত্ত্বেও প্রচ্ছদটি কোনওভাবে আঁটসাঁট লাগে না। সংকলন-এর সংখ্যা ৬, এই ৬-কে খানিক বড় ফন্টে, লাল অক্ষরে ছাপা। উপরে একটি অল্পস্বল্প ইমেজ। শান্ত আলপনার ছাপ যেন। পাশে ওই লাল অক্ষরেই কাগজের নাম: ‘পরমা’। নীচে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম ছাপা। তবে শুধু এই ছিমছামত্বের জন্যই ৬ নং সংকলনটি বেছে নেওয়া নয়। এই সংকলনের ব্যাক কভারে ছাপা হয়েছিলেন একটি জরুরি বার্তা। নাম না-থাকলেও বোঝাই যায়, তা সম্পাদক মণীন্দ্র গুপ্তর, পরে তাঁর গদ্যসংগ্রহে অন্তর্ভুক্তি পাঠককে নিশ্চিত করে তোলে। কবি হিসাবে, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ কেমন হবে, তার একটা ধারণা তৈরি করে দিচ্ছেন মণীন্দ্র গুপ্ত। লিখছেন –

বিদ্রোহ করবার সময় এসে গেছে ছোট পত্রিকাদের। কাগজের দাম দিন দিন আকাশচুম্বী, ছাপার খরচও ক্রমবর্ধমান। অথচ ভালো কাগজ, ঝকঝকে ছাপা না হলে পাঠক বিমুখ হন। তিন রঙে, দামী কাগজে মলাটকে সজ্জিত না করলে, ক্রেতা হাতে তুলে পত্রিকাটি দেখেন না। অতএব মলাট-সজ্জার বাড়াবাড়ি বেড়েই চলেছে। এই কি আধুনিক কবিতাপত্রিকার বিধিলিপি? ক্রুদ্ধস্বরে বলতে ইচ্ছে করে, ‘আমাদের গরিব দেশে, ততোধিক গরিব কবিতা-পাঠকদের এই সৌখিন রমণীয়তার প্রতি এত দুর্বলতা কেন?’ যাঁরা দুই মলাটের মধ্যেকার নিভৃত আভার চেয়ে মলাটের চটককেই বেশি মূল্য দেন, তাঁরা কখনোই যথার্থ কাব্যপাঠক নন।– তাঁদের অন্তঃসারহীন সৌখিনতার দাবি আমরা বইতে রাজী নই। পাঠকদের কাছে সবিনয়ে স্পষ্ট বলতে চাই, আমরা শ্রদ্ধায় ও শ্রমে বিশিষ্ট কবির অনন্য কবিতাটি আপনাদের জন্য যোগাড় করব, সাধারণ কাগজে অশেষ যত্নে নির্ভুল ও সুন্দর করে ছাপব, এক পয়সা আপনাদের কাছ থেকে বাড়তি মূল্য নেব না। কবিতা আমাদের কাছে লাভের ব্যবসা নয়, ভালোবাসার ধন। সুতরাং, আপনারাও একে সেই ভাবে গ্রহণ করুন। আর কবি, পাঠক, পত্রিকা-পরিচালক– আমাদের সকলকেই মনে রাখা দরকার: আধুনিকতা মানে, বাহুল্যবর্জন। রম্য পেলবতার বদলে প্রাণময় পারুষ্য, বহিঃসজ্জার বদলে অন্তরতম উন্মোচন, চমৎকারী ভঙ্গির বদলে নিরলঙ্কার সৎভাষণই আধুনিক কবিতার অন্বিষ্ট। এই আদর্শ বাইরে ভিতরে– সবদিক থেকেই মান্য। সুতরাং, আমরা সৌখিন মলাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। আধুনিক কবিতার মননশীল তন্ময় মুখশ্রীয় সঙ্গে ঐ মূর্খ গুধ্ন প্রচ্ছদ একেবারেই বেমানান।[২]

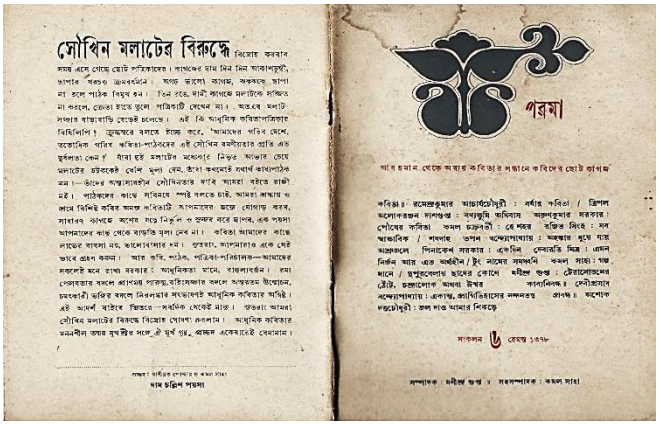




চিত্র - ২

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

মণীন্দ্র গুপ্তর এই রাগত ভাষণটি কালান্তরে অবহেলা করার মতো নয়। ১৯৭১ সালের এই উক্তি কি এখনও একইরকম গুরুত্ব বহন করে না? বাংলা ছোটকাগজের প্রচ্ছদে এই বহুবর্ণময় অতিরিক্তি দোষ কি আদৌ বিদায় নিয়েছে? পরে 'পরমা' পত্রিকার প্রচ্ছদ করতে গিয়ে মণীন্দ্রবাবু বারবারই এই সামান্যর চর্চা করে গিয়েছেন। এমনকী, তাঁর নিজের কবিতার বই এবং যে-সমস্ত কবিতার বই ও সংকলনের প্রচ্ছদ তিনি করেছেন, সেখানেও।

পরমা-র এই সংখ্যার প্রচ্ছদ যদিও মণীন্দ্র গুপ্ত করেননি। করেছিলেন বাণীব্রত পোদ্দার এবং কমল সাহা। কবি কমল সাহা বেশ কিছু পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। 'সংবেদ' তার মধ্যে অন্যতম। নিজের সম্পর্কে, নিজের প্রচ্ছদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাননি তিনি। এমনকী, 'শিল্প ভাবনা' নামের এক প্রবন্ধেও তাঁর সপাট বিনয়– শিল্পী কমল সাহার আত্মজীবনী বলার অধিকার আমার নেই। কেননা নামের আগে বিশেষণটা বড়োই দৃষ্টিকটু। বরং, বলা যেতে পারে, আমি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি– ২/১টা আঁকিবুকি কখনো সখনো ছবি-ছবি মনে হয়। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকছি। পেশাটাও ছবি আঁকা; মানে– ইন্টেরিঅর ডিজাইনিং। জীবনের অনেক বাকী– জীবনী লিখবে আমার পরবর্তী জেনারেশন। আমি যে প্রচ্ছদ-কবিতা-নাটক-গান-অভিনয়-গল্প-প্রভৃতি কর্মসূচীতে নিমগ্ন – সবই মূলত চিত্রচর্চা।[৩]

'কৌরব' পত্রিকার কথায় আসা যাক। জামসেদপুর থেকে এই পত্রিকা করতেন কমল চক্রবর্তী, সঙ্গে কখনও সুভাষ ভট্টাচার্য, বারীন ঘোষালও। এখনও এই পত্রিকা সকৌরবে চলিতেছে। 'কৌরব'-এর বহু সংখ্যাতেই প্রচ্ছদ করেছেন নানা লেখকেরা। এমনকী, একবার প্রতিটি সংখ্যার প্রচ্ছদই হাতের লেখায় হয়ে উঠেছিল স্বাতন্ত্র্যময়। মানে, প্রতিটিতেই হাতে লেখা হয়েছিল 'কৌরব'-এর নামলিপি। লিখেছিলেন দেবজ্যোতি দত্ত। এছাড়াও নানা সময় কৌরবের প্রচ্ছদ করেছেন কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর লাহিড়ী, বারীন ঘোষাল, এবং অবশ্যই কৌরব সম্পাদক কমল চক্রবর্তী নিজেও।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের করা 'কৌরব'-এর প্রচ্ছদে, ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি(?) সংখ্যায় দেখা যাবে, তিনটে নীল ছেঁড়া কাগজ আর একটা লাল ছেঁড়া কাগজের উপস্থিতি। প্রতিটিই শিকলির কাগজ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। শক্তি যে প্রচ্ছদ করতেন, এমন কোনও সাক্ষ্য আমরা পাই না এর আগে বা পরে। কিন্তু কমল চক্রবর্তীর আবদার তিনি ফেলতে পারেননি। এ বিষয়ে কমল চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ : 'শক্তিদাকে একদিন বললাম। আবদারই করলাম। নাছোড়বান্দা। মেয়ের জন্মদিন ছিল। বাড়ি নানা রঙের শিকলি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। হাওয়ায় উড়ছিল তার কিছু কিছু। তাই দিয়ে শক্তিদা বানিয়ে তুললেন কৌরব-এর প্রচ্ছদ।'

প্রচ্ছদের উপর দিকে, আধখাওয়া চাঁদের মতো বাঁকানো নীল কাগজ। নীচে লাল কাগজের উপর প্রায় গোলাকার হতে হতে পূর্ণতা পায়নি আরেকটি নীল কাগজ সাঁটা। মনে হবে, কারও মুণ্ডু বুঝিবা। আর সেই মুণ্ডুর কাঁধে হেলে পড়ছে এক নীলচে মূর্তি। হয়তো চন্দ্রাহত। লালের খানিক গা ঘেঁষে স্বাক্ষর: শক্তি চট্টোপাধ্যায়। উপরে কি ঝুলে রয়েছে চিরপুরাতন সেই চাঁদ? বিষিয়ে নীল? মাঝে লাল কালিতে, দু'বার করে বুলিয়ে, যত্নসহকারে লিখেছিলেন 'কৌরব'। শক্তির কবিতার মতোই এই প্রচ্ছদ কোনও পূর্বপ্রস্তুতির সময় দেয় না। সব সময় অর্থ খোঁজায় যদিও শিল্পের উৎকর্ষতা বাড়ে, এমনটা মনে করে না আমি। কিন্তু মনের অভিধান সেই সীমা লঙ্ঘন করে প্রায়শই। এই যেমন, শিকলির কাগজ, অর্থাৎ যে কাগজের শিকল, তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বানিয়েছিলেন এই কৌরবীয় প্রচ্ছদ। পরবর্তীকালে শক্তিরই একটি কাব্যগ্রন্থের নাম হবে 'ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে'। কাগজ– যেখানে লেখা যায়, অসীম কাণ্ডকারখানা করা যায়, একজন কবির কাছে সবথেকে শক্তিশালী ভূমি, তাকে তিনি শিকলের থেকে মুক্তি দিয়ে 'কৌরব'-এর প্রচ্ছদ করছেন। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনও কি এই সাহিত্যের শিকল ভেঙে ফেলারই আরেকরকম সংস্থান নয়?

'নীল' রং শক্তির যাবতীয় কবিতার মধ্যে আজীবন ঘুরপাক খেয়েছে। 'সোনার মাছি খুন করেছি' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ছুঁয়ে আসা যাক– 'সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম/ আস্তে যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজানো গাছের ছালে' (বিষ-পিঁপড়ে)। কিংবা, ওই বইয়ের নাম যে কবিতার সূচনাপঙ্ক্তি থেকে নেওয়া, সেই কবিতার নামই 'নীল ভালোবাসায়'। বিষের সঙ্গে এই নীলের যোগাযোগ পুরাণ থেকে সাহিত্য, ইতিহাস থেকে চিকিৎসাবিদ্যা– সর্বত্র। শক্তির আরেকটি কাব্যগ্রন্থ যা প্রকাশিত হবে বছর দুই পরেই, ১৯৮৭ সালে, নাম 'বিষের মধ্যে সমস্ত শোক'। মনে পড়তে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

পারে, 'তোমার আমার মধ্যে ছিল নীল হ্যারিকেন' (কাব্যগ্রন্থ: আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল, ১৯৭৬) কবিতাটিও। এবং, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আরও একটি বিখ্যাত কবিতা, 'একবার তুমি'র প্রথম ক'টি পঙ্ক্তিও। 'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো–/ দেখবে নদীর ভিতরে মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে/ পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল/ নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল/ একবার তুমি ভালবাসতে চেষ্টা করো। (একবার তুমি। কাব্যগ্রন্থ: পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, ১৯৭১)। এই কৌরবের প্রচ্ছদেও শক্তি লাল ও নীলের স্বচ্ছ ব্যবহারটুকু করতে সমর্থ হয়েছেন। 'নিয়তি' নামের কবিতাতেও পাব নীলের আরেক অত্যাশ্চর্য ব্যবহার– 'রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক;' (কাব্যগ্রন্থ: হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য, ফাল্গুন, ১৩৬৭)। এবং, মনে পড়বে, 'অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল' কাব্যগ্রন্থে একটি আস্ত কবিতা, যার নাম 'নীল একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়া'।

**চিত্র - ৩**

এবং, চাঁদ শক্তির সঙ্গে রয়েছে আমর্ম। সে 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' (কাব্যগ্রন্থ: ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, আশ্বিন, ১৩৭২) কিংবা ওই কাব্যগ্রন্থেরই 'জুলেখা ডব্ সন' কবিতাটির অংশ 'চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে/ মনস্থাপন করি ভিক্ষে/ তোমার জন্য জুলেখা ডব্ সন।' 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কবিতায় যেমন চাঁদ কবিকে ডাকছে 'আয়, আয়'। প্রচ্ছদে এই চাঁদ এবং নীল– শক্তির চিরায়ত কবিজীবনের সঙ্গী। লাল, হয়তো বদলে যাবে নীলে, তাঁর কবিতার মতোই। তা-ই ফিরে এসেছে কৌরবে। সম্পাদকের আবদারেও নিজের থেকে বিচ্যুত হননি শক্তি। যারা ছিল তাঁর সঙ্গে-অনুষঙ্গে, তিনি তাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর করা প্রচ্ছদেও। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ সালে এই প্রচ্ছদ সম্পর্কে খরচ হয়েছিল চমৎকার একটি বাক্য: 'এই সংখ্যাটির দোরঙা মলাটখানি এঁকে দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়– তাঁর প্রতিভার ষোড়শতম কলাটি সম্পূর্ণ করেছেন।'

'কৌরব'-এর ৪৪তম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৫-তে প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একটা সাদা কাগজের চারপাশে লাইন টেনে পাতার ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন উড়তে থাকা লাল পাখিদের। নানা আকারের। পাতার মাথায় কালো একটি বৃত্ত। খানিক নীচে নিজের হাতের লেখায় 'কৌরব' পত্রিকার নামাঙ্কন। ডানদিকে পাতার মধ্যিখানে উপর-নিচ করে সই: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পাখিদের তুলনায় ওই কালো বৃত্তটি বিপুলাকার। তা কীসের? শুধু বলা চলে, এ এক কবিতারই শিল্পরূপ। কোনও অজানা, অচেনার থেকে আমাদের সমস্ত ওড়াওড়ি সে পড়ছে। বা আমরাই উড়ে চলেছি সেই অজানা-অচেনায়। একথাও স্বাকীর্য যে, এই পাখিদের অনাবিল ওড়াওড়ি, তা নিশ্চয়ই আকাশে, এবং এই আকাশ ঘুরেফিরে এসেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। 'ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ' সেই ব্যবহারের মধ্যে সবথেকে পরিচিত হয়তো বা।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

কিন্তু 'সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা 'একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করি, 'এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু/ ছেলেমানুষ থেকে গেল/ কিছুতেই বড় হতে চায় না/ এখনো বুঝলো না যে 'আকাশ' শব্দটার মানে/ চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়'। সেই আকাশ, তিনি হয়তো বা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ছোটপত্রিকার প্রচ্ছদে। যে-আকাশ সীমার মধ্যে অসীমের ভরপুর ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

এই সুনীল-প্রচ্ছদ সম্পর্কে কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের উক্তি পাওয়া কৌরব-এরই লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংখ্যায়। লিখছেন, 'সুনীল গাঙ্গুলীর আঁকা কভার সরাসরি শিল্পী থেকে প্রেসে এলো; সুনীল চাইলেন পাখিগুলো আগুন রঙা হবে আর সূর্যটা কালো হবে; আগুন রঙা বলতে ঠিক কিরকম হবে তা নিয়ে মাথা খারাপ করবো আমি; বই বেরোবার পর কৌরব কর্তৃপক্ষ দেখবেন এবার কী কভার হল।...'

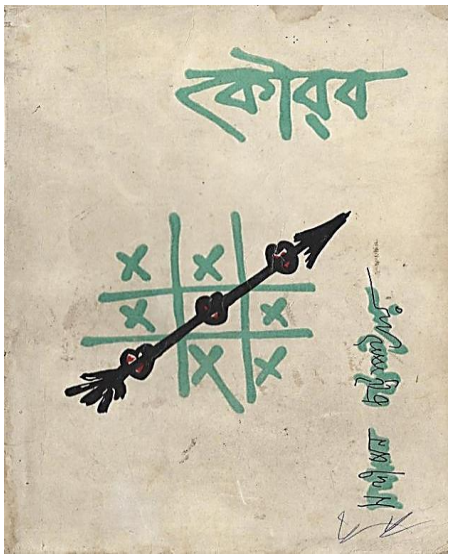


**চিত্র - ৪**

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মূলত কথাসাহিত্যের লোক হলেও, কিছু কবিতাও তিনি লিখেছিলেন নানা সময়। যদিও সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। সেই সমস্ত কবিতা একজোট করে 'ঈশ্বর ও সন্ন্যাসী' নামে যে-বই প্রকাশ করেছে 'ভালো বই' প্রকাশনা, তাই দরুন এই কবির করা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ তালিকায় সন্দীপনকেও আমন্ত্রণ করে নিলাম। সন্দীপন স্মার্ট ও সপাট, রুক্ষভাবে অনুভবময়, সে সম্পর্কে যাঁরা সন্দীপন-প্রেমিক, নির্ঘাত জানেন। আর অবশ্যই জানবেন, সরু হাসিঠাট্টাই ও শ্লেষ আসলে তাঁর ধমনিতে বয়ে যাওয়া রক্তের দূরসম্পর্কের রক্ত। কৌরব-এর যে প্রচ্ছদ করেছিলেন সন্দীপন, সেখানে তিনি ব্যবহার করেছিলেন কাটাকুটির ছক। দেখা যাবে ৯টি বক্সের মধ্যে ৬টিতেই ক্রস চিহ্ন। আর তিনটি ভালবাসার হৃদয়-চিহ্ন বসেছে কোনাকুনি। এবং তা শুধু কেটে দিয়েই ক্ষান্ত হননি সন্দীপন। ব্যবহার করেছেন তিরচিহ্নও। কোনও কাটাকুটির ছকেই ৬-৩-এর খেলা হওয়া অসম্ভব, তবু এ কাজ সন্দীপনের, এ কাজ আকস্মিকের খেলাই বলা চলে। যা সন্দীপন জিতিয়ে দিয়েছেন ভালবাসার নিপাট বেলেল্লাপনায়।

১৯৮৫ সালের নভেম্বরে, এই 'কৌরব' পত্রিকারই প্রচ্ছদ আঁকলেন বিনয় মজুমদার। চমৎকার হস্তাক্ষরে প্রচ্ছদের ডানদিকে, উপর-নীচ করে শুধু স্বাক্ষর করলেন না, একটি পুরো বাক্য লিখলেন তিনি : '২৯ নভেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে 'কৌরব' পত্রিকার জন্য এই মলাট এঁকেছি' খানিক দূরে, একটু ছেড়ে স্বাক্ষর: 'বিনয় মজুমদার'। বিনয় মজুমদারের অঙ্কপ্রীতির ছিল অসম্ভব। অঙ্কের বহু সূত্র, ক্যালকুলাস, গাণিতিক পরিভাষা তাঁর কবিতায় নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল। এবং এই প্রচ্ছদে তিনি ছবি এঁকে একটি সূত্র তৈরি করে দিলেন। লিখছেন: 'এই ছবিতে ক্ষেত্রফল ১= ক্ষেত্রফল ২ = দুই গুণ ক্ষেত্রফল তিন'। কৌরবের যে নামাঙ্কন করেছিলেন বিনয়, তাতে তিনটি ত্রিভুজ স্পষ্ট। 'কৌরব' শব্দে যে তিনটি ত্রিভুজ রয়েছে, তা অঙ্কবাহাদুর এক কবির পক্ষেই আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল।

বিনয় মজুমদারের কবিতায় ছবি ও অঙ্কের সূত্র– দুই-ই আমরা পাব।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> 'পুনর্বসু' পত্রিকার একটি সংখ্যা, আমার এই মতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।
> আমি হাত দিয়ে কিছু গাছ এঁকে বাধিত হয়েছি
> এসব গাছের মধ্যে কোন্‌টি সবার চেয়ে বড় গাছ স্বচক্ষে দেখেছি।
> গাছ তাই আমি দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে চক্ষু দিয়ে আন্দাজে
> মাপার চেষ্টা করি, কারণটি মূল্যবান অতিশয় মূল্যবান, একেবারে
> ডানদিকে যে গাছ এঁকেছি
> সেটাও তো বেশ লম্বা। একেবারে বামপাশে যে গাছ এঁকেছি
> তার ঠিক পার্শ্ববর্তী গাছটিও বেশ উঁচু গাছ বড় গাছ স্বচক্ষে দেখেছি।
> আসুক কালবৈশাখী পনেরো দিনের মধ্যে। আমি তোফা আছি।
> (আমি হাত দিয়ে কিছু গাছ এঁকে)

এই সংখ্যাতেই 'আমার কবিতা রচনা করার আরেকটি পদ্ধতি' বলে বিনয় মজুমদার লিখে দেন এক সমীকরণ। অঙ্কের রেখার সঙ্গে কী করে যে কবিতার যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে, বিস্তারিত করছেন বিনয় তার পরের অংশে। সঙ্গে পত্রিকার পাতা অবিকল দেওয়া হল। এই সংখ্যারই সাক্ষাৎকারে বিনয় জানাচ্ছেন, 'জ্যামিতি আমার ভালো লাগত... গল্প, কবিতা... কবিতার মতই ভাল লাগত...'। হে পাঠক, কৌরব-এর প্রচ্ছদের এই জ্যামিতির উপস্থিতি আপনারা নিশ্চিতভাবেই খেয়াল করে থাকবেন।

কমলকুমার দত্তর সম্পাদিত 'দাহপত্র' কাগজটি বহুকাল সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখনও পাচ্ছে। তার নামাঙ্কন 'দাহপত্র' পূর্ণেন্দু পত্রীর করা। কবিতা লেখা ও প্রচ্ছদ করা বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যায় দাহপত্র-এ প্রকাশিত পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি চিঠি থেকে। ২৩.৮.৯৫ সালের ওই চিঠিতে পূ.প লিখছেন –

> "কবিতা চাইলে, যদি লিখতে পারি, অবশ্যই পাঠাই। কিন্তু মলাট চাইলে পাঠাই না। অসম্মানজনক মনে হয়। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে কোনো শিল্পীকে কেউ এমন অনুরোধ জানায় না যে, আপনি আঁকুন এবং নিজেই সেটা পাঠিয়ে দিন। এটা একমাত্র করা যায় যদি আহ্বানটা আসে অতিশয় কোনো আপনজনের পক্ষ থেকে। তবুও আপনাদের প্রায় পত্রপাঠ দুটোই পাঠালুম সেটা আপনাদের আমন্ত্রণের মধ্যে অর্থাৎ চিঠির ভাষায় ভারী সুন্দর ও শ্রদ্ধামেশানো এক ধরনের আবেদন ছিল বলে। মলাটটা দু'রঙে ছাপবেন। ইচ্ছে করলে কি কি করতে পারেন, দ্বিতীয় রঙে তার নির্দেশ রইল। যেহেতু দাহপত্র, তাই মলাটে কিছু দাহ করা বাবলা ও শিরিষ কাঠের ফালি ছড়িয়ে দিয়েছি। কাগজ ভালো লাগলে, গদ্যও লিখবো। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী।"[৪]

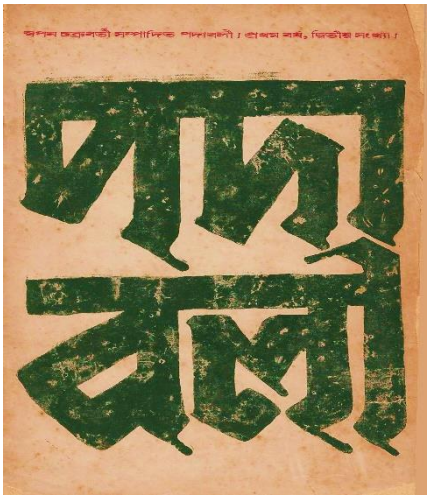

**চিত্র - ৫**

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

পূর্ণেন্দু পত্রী-কৃত বহু বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের থেকে দু'টি কম দেখা প্রচ্ছদের নমুনা দিয়ে রাখলাম, যে দুটোতেই অক্ষরচর্চার আরেকরকম রেওয়াজ আমরা করতে দেখব। একটি আফসার আহমেদ সম্পাদিত 'জাগর', অপরটা স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'পদাবলী'। 'পদাবলী'-তে দেখা যাবে পুঁথির হরফকে এই প্রচ্ছদে আয়ত্তে এনেছেন পূর্ণেন্দু।

পত্রিকার প্রচ্ছদে 'জাগর' শব্দটি উপর-নিচ করে শুইয়ে লেখা, পরপর – জা, গ ও র। জাগর-এর অর্থ জাগরণ। পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রচ্ছদে শুইয়ে রাখছেন ওই তিন অক্ষর। যেন নিদ্রার ভঙ্গিমা। কিন্তু 'জা' ও 'র' কালো বর্ণে রাখলেও, 'গ' রাখছেন সবুজ বর্ণে। অন্ধকার ঘুম থেকে একটুকরো জেগে ওঠা, চোখ খুলে ফেলা, প্রাণ পাওয়ার সবুজ। মাথায় সবুজ রঙেই ছাপা হরফে : 'জাগর।। সাহিত্য ত্রৈমাসিক'। এই কাগজের সম্পাদনা করতেন আফসার আমেদ।[৫]

কবি, গদ্যকার, ঔপন্যাসিক, সিনেমা-পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করেছিলেন। সেই ইতিবৃত্তান্ত জানিয়েছেন 'কবিতা ক্যাম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক অলোক বিশ্বাস–

> "১৯৯৯ সালে কবিতা ক্যাম্পাসের একটি সংখ্যায় প্রথম অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়। পরে সেইসব গল্পগুলি নিয়ে গল্পের ক্যাম্পাস নামে আমি একটি সংকলন সম্পাদনা করি। তো, কবিতা ক্যাম্পাসের ঐ সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্র ছিল চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর। এক সময় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর যাদবপুরের বাড়িতে যেতাম। কবিতা ক্যাম্পাসের জন্য কবিতা সংগ্রহ করতে। কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। একবার সঙ্গে করে একটি স্কেচপেন নিয়ে যাই। বুদ্ধদেবদাকে বলি যেমন খুশি কিছু স্কেচ বানিয়ে দিন, হয়ত কবিতা ক্যাম্পাসের প্রচ্ছদ হিসাবে বেশ মানাবে। বুদ্ধদেবদা চটাপট নারীর পার্শ্বচিত্র এঁকে দিলেন, একটি নয় দুটি। তার মধ্যে ব্লক ডিজাইনে একটি ওই সংখ্যায় ছিল...।"[৬]

আমরা আরেকরকম ধরন পাব, যেখানে কবির কবিতার পাণ্ডুলিপিই হয়ে উঠবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ। এ জিনিস প্রায়শই হতে দেখা যায়, কবির মৃত্যুর সামান্য পরেই, তাঁদের স্মরণসংখ্যায় বা অনেক সময় কবির জীবৎকালেই কিছু বিশেষ সংখ্যায় এই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর বাইরেও, একটি সাধারণ সংখ্যাও দেখা যায় কবির হস্তাক্ষর ছোট পত্রিকার প্রচ্ছদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন গৌতম ঘোষদস্তিদার সম্পাদিত 'রক্তমাংস' পত্রিকার ২০১১ সালের সংখ্যাটিতে দেখা যাবে প্রচ্ছদে রয়েছে মৃদুল দাশগুপ্তর কবিতা, কবির হস্তাক্ষরে। আবার এই পত্রিকারই ৪০তম সংখ্যার প্রচ্ছদে দেখা যাবে জয় গোস্বামীর কবিতা, কবির হস্তাক্ষরে। 'পুনর্বসু' পত্রিকার এক শরৎ-হেমন্ত সংখ্যায় দেখা যাবে, ৬ লাইনের একটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে প্রচ্ছদে। সেখানে কবির নাম লেখা নেই। শুধুই কবিতা। ভেতরে, সূচির পাতায় সম্পাদকের টীকা: 'প্রচ্ছদের কবিতাটি একরাম আলির ছাড়া কারই বা হতে পারে'।

তারাপদ রায় 'কয়েকজন' নামের একটি ছোট কাগজ সম্পাদনা করতেন। 'কয়েকজন'-এর বহু প্রচ্ছদই করেছিলেন তারাপদ রায় নিজে। তা খানিক বিচ্ছিন্ন, টুকরোটাকরা দৃশ্যের একযোগে গড়ে ওঠা বলেই মনে হয়েছে আমার। একটি গাছের দুঃস্থ (?) ডালে একজন আত্মহত্যা করেছেন দড়ি ঝুলিয়ে। পিছনে আরেকজন দেখছে তা খতিয়ে। এই দুঃস্থ ডালে আত্মহত্যাই কি তারাপদ রায়ের রম্যবোধ? তবে এত ডার্ক ইয়ার্কি তিনি বিশেষ করেছেন কি? আবার দেখা যায়, গাছের গায়ে একটা কাটা দাগ। মনে হয়, কোথাও গিয়ে গাছের মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের মৃত্যুকে মিলিয়ে দেওয়ার একরকম চেষ্টাচরিত্র তিনি করেছেন। তবে এরই সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনটে মুখমণ্ডলের স্কেচে, ধরা পড়েছে মজা। কখনও সিগারেট ঠোঁটে পুরুষ, কখনও অভিব্যক্তিময়ী নারী।[৭]

'কয়েকজন'-এর আরেকটি প্রচ্ছদে দেখব তারাপদ রায়ের হাতে আঁকা চারজন মাঝবয়সি লোক বসে আছে। কেউ কেউ হেলান দিয়েও হয়তো বা। ডানদিক, ও একদম বাঁদিকের জন খানিক উদাস, অন্যদিকে তাকিয়ে। মাঝের দু'জনের খানিক চোখাচুখি হচ্ছে। একজন সোজাসুজি, একজন আড়চোখে। প্রচ্ছদে দেখতে পাই, তারাপদ রায় বার চারেক 'কয়েকজন' লিখেছেন। এলোমেলো করে তা প্রচ্ছদের নানা স্থানে বসেছে। এই চারজন, হয়ে উঠেছে 'কয়েকজন'। আর এই 'এলোমেলোমি' ওই চারজনের মধ্যে রয়েছে যথেষ্টই।[৮]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

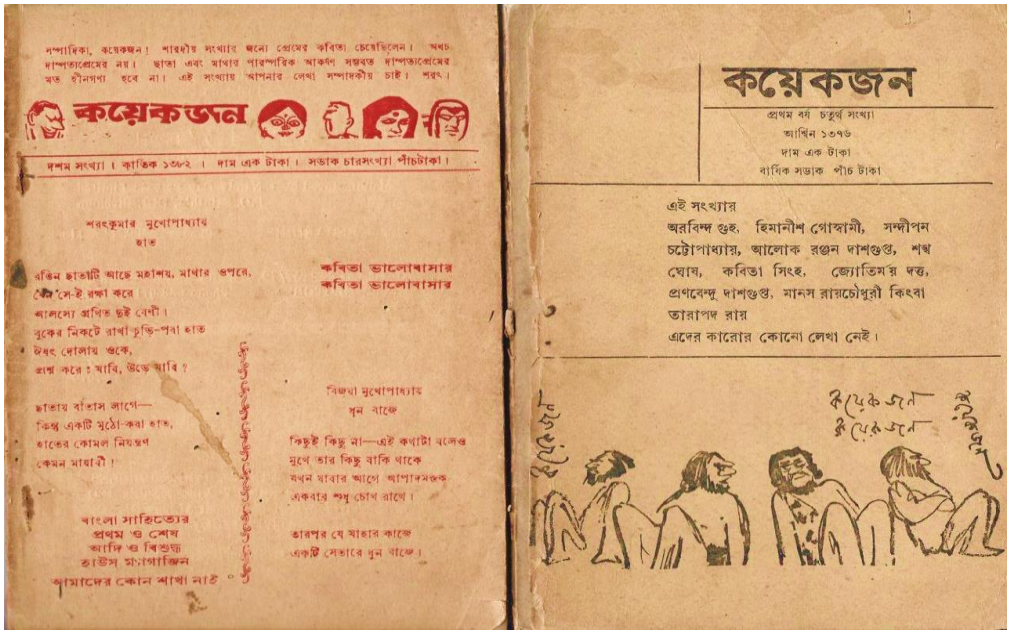


**চিত্র - ৬**

বাংলা ছোটকাগজের ইতিহাস এতই বৈচিত্র ও প্রাচুর্যময় যে, এ বিষয়ের সুলুকসন্ধান প্রায় অনিঃশেষ। কারণ আমি বিশ্বাস করি এই মুহূর্তেও, কোনও কবি, হয়তো ছোটপত্রিকার সম্পাদকও, নিজেই প্রচ্ছদ করছেন। মনে পড়ে, শম্ভু রক্ষিতের কথা, 'মহাপৃথিবী' পত্রিকা করার জন্য, এই প্রচ্ছদ তাঁকে বহুবারই নির্মাণ করতে হয়েছে। তিনি বহু পত্রিকার কবিতা-গদ্য যেহেতু কম্পোজ করতেন, পত্রিকা নির্মাণ ও প্রচ্ছদ নির্মাণের সঙ্গে তাঁর এই জুড়ে থাকাই বাধ্যতামূলক। মনে পড়ে, এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি, সন্তু দাসের বহু প্রচ্ছদের সঙ্গে জুড়ে থাকা। কলেজ স্ট্রিটের ছোট ঘরটিতে কত বইপত্রিকা নির্মাণের সঙ্গে তিনি যে জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই। একই কথা বলা চলে, কবি শোভন পাত্রর ব্যাপারেও। তাঁর অপূর্ব ক্যালিগ্রাফি সাম্প্রতিককালের কত যে বইপত্রিকার প্রচ্ছদে ছড়িয়ে! এই তালিকার শীর্ষে থাকতে পারে 'শুধু বিঘে দুই' পত্রিকাটি। একই কথা বলা চলে প্রচ্ছদ শিল্পী ও কবি রাজদীপ পুরী ও সুপ্রসন্ন কুণ্ডু সম্পর্কে।

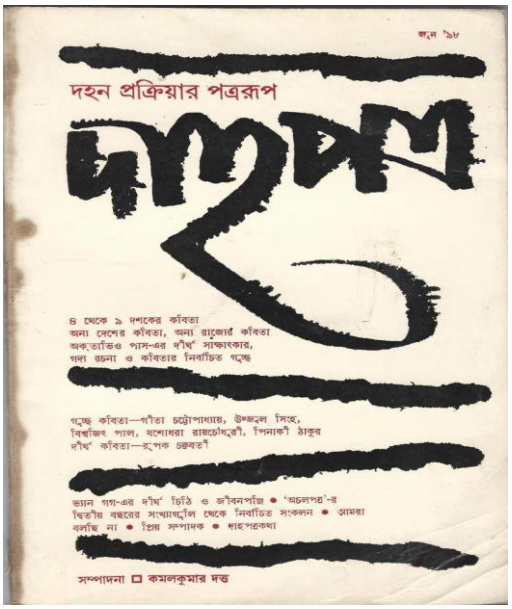


**চিত্র - ৭**

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 63*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 535 - 545*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

এই কলকাতা শহরের থেকে দূরে, কবি কৌশিক বাজারীও ছোট কাগজের প্রচ্ছদ করেছেন বেশ কিছু; উল্লেখ্য – 'স্বপ্নদেশ' পত্রিকা, জানুয়ারি ২০০৬ ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬। ওঁর সম্পর্কে আরেকটি তথ্য এখানে জরুরি, তা হল, ওঁর প্রথম বই হাতে-লেখা। দশজনকে দশরকম প্রচ্ছদে বই তৈরি করে তিনি পাঠিয়েছিলেন সেই বই। সম্প্রতি, শিবপুরনিবাসী কবি অরণি বসু একটি চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন গৌরবকেতন লাহিড়ীর 'কবিতার আচমন' পত্রিকার। মনে রাখতে হবে, অরণি বসুর কাগজ 'উলুখড়'-এর কথা। উলুখড়-এর 'আত্মজনকথা' সংখ্যায় লেখকসূচি দেওয়া ছিল অরণি বসুর হাতের অক্ষরে। চমৎকার হস্তাক্ষরে লেখকদের নামই হয়ে উঠেছিল প্রচ্ছদের অবয়ব। নির্মল হালদারের 'আমরা সত্তরের যীশু' পত্রিকার প্রচ্ছদে আঁকিবুকি পাওয়াও তো অসম্ভব কিছু নয়। অসম্ভব যদি কিছু থাকে, তা হল এই উত্তরাধিকার বহন না করা। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সঙ্গে কবির প্রচ্ছদের এই উদাত্ত যোগাযোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি অন্তত কোনও বিচ্ছিন্নতার সূত্র খুঁজে পেলাম না।

## Reference:

১. সেনগুপ্ত সমরেন্দ্র (সম্পাঃ), বিশেষ দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতিপুরস্কার সংখ্যা, *বিভাব* ১৮, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ. ২৮
২. গুপ্ত, মণীন্দ্র (সম্পাঃ), সৌখিন মলাটের বিরুদ্ধে, *পরমা,* সংকলন ৬, হেমন্ত ১৩৭৮, পৃ. চতুর্থ প্রচ্ছদ
৩. সাহা, কমল, শিল্প ভাবনা, *সিন্ধুসারস,* ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৯৮৩, পৃ.২২
৪. দত্ত কমলকুমার, *দাহপত্র,* জুন ১৯৯৭, পৃ. ১৪৭
৬. প্রচ্ছদে কবিতা ক্যাম্পাস, অলোক বিশ্বাস, শেঠ, প্রাণনাথ, *মেঘবল্লরী,* ৭ অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১১০

## Bibliography:

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/153861/on-drawing
কয়েকজন, একবিংশ সংখ্যা, বর্ষাকাল, ১৪০৫
কয়েকজন, প্রথম বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৬
গদ্যসংগ্রহ ১, মণীন্দ্র গুপ্ত, অবভাস।
মেঘবল্লরী, লিটল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদশিল্পী, ৭ অক্টোবর, ২০১৮

**চিত্রপঞ্জি :**

চিত্র - ১. সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের খসড়া প্রচ্ছদ
চিত্র - ২. মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'পরমা'পত্রিকার প্রথম ও চতুর্থ প্রচ্ছদ, সংকলন ৬, হেমন্ত, ১৩৭৮
চিত্র - ৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায় কৃত 'কৌরব' পত্রিকার প্রচ্ছদ, জুন, ১৯৮৫
চিত্র - ৪. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কৃত 'কৌরব'পত্রিকার প্রচ্ছদ, জুন, ১৯৮৬
চিত্র - ৫. পূর্ণেন্দু পত্রী কৃত 'পদাবলী' পত্রিকার প্রচ্ছদ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭
চিত্র - ৬. তারাপদ রায় কৃত 'কয়েকজন' পত্রিকার দু'টি প্রচ্ছদ, কার্তিক, ১৩৭২ ও আশ্বিন, ১৯৮৬
চিত্র - ৭. পূর্ণেন্দু পত্রী কৃত 'দাহপত্র পত্রিকার প্রচ্ছদ, জুন, ১৯৯৮